# দুলে বাড়ির ভাত

BANGLADARSHAN.COM

সমরেশ বসু

# ॥দুলে বাড়ির ভাত॥

সমস্ত বাড়ির মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব।

বাড়ির কর্তা এবং গিন্নি, পরস্পর প্রায় মুখোমুখি হয়ে বসে আছেন। বড় মেয়ে, প্রায় বছর ত্রিশ বয়স হবে, বাপের বাড়িতেই বারো মাস থাকে। বিধবা নয়, বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ পনর বয়সে, স্বামী তাকে নিয়ে ঘর করেনি। তার নাম নির্মলা, সবাই নিমি বলে ডাকে।

নিমি, সেই ঘরেই, দরজার কাছে বসে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে এমনভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, যেন এইমাত্র কোন ভয়ংকর দুর্ঘটনার খবর শুনে, ভয়ে বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে পাথরের মত হয়ে গিয়েছে।

সেই ঘরেরই দরজার কাছ থেকে দেখা যায়, খোলা উঠোনের ওপারে, ঘরের সামনে যে খড়ের চালে ঢাকা জায়গা রয়েছে, সেটাই রান্নাঘর। সেখানে কাঠের উনুনে, আগুন জ্বলছে। আগুনের থেকেও ধোঁয়াই বেশী। এ সময়ে শুকনো কাঠকুটোর বড় অভাব। ভাদ্র মাস, সবই ভেজা ভেজা, স্যাতা স্যাতা। তা-ই, কাঠের জালে ধোঁয়া বেশী।

সেখানে উনুনের ওপরে একটা বড় হাঁড়ি। হাঁড়ির মুখ খোলা, তা থেকে এখনো ধোঁয়া উঠছে না। কারণ, অমি, যার পুরো নাম অমলা, যার বয়স বছর আঠারোর বেশী না এখনো আইবুড়ো, ও এইমাত্র একটা আড়াই কেজি ওজনের ডিঙ্‌লে টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে দিয়েছে। হাঁড়িতে জল আছে, ডিঙ্‌লে সেদ্ধ হবে। কুমড়োকেই বর্ধমানের লোকেরা ডিঙ্‌লে বলে।

BANGLADARSHAN.COM

অমি বসে আছে, হাঁটুর ওপরে হাত রেখে, হাতের ওপরে গাল চেপে, উঠোনের মাঝখানে তাকিয়ে আছে। ওর বড় বড় কালো চোখ দুটির চাহনিও প্রায় সেইরকম। যেন দুঃখে ব্যথায় হতাশায় কথা বলতে ভুলে গিয়েছে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে, যেন খুব শোক পেয়েছে। ওর খোলা চুলগুলো কাঁধের এক পাশ দিয়ে, পিঠে ছড়ানো। উঠোনের মাঝখান থেকে দৃষ্টি তুলতে গেলে, পাছে কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়, এটাও যেন ওর একটা ভয়।

নিমি অমি, দুই বোন। দু'জনে দেখতে প্রায় একরকমই। তবে অমির এখনো বয়স কম, রঙটাও একটু বেশী ফরসা। তা-ই ওকে দেখলে, প্রায় সুন্দরী বলতে ইচ্ছা করে। ওর বয়সে হয়তো নিমিও এরকমই ছিল। নিমির চোখ দুটি, এমনিতে দেখে মনে হয়, ওর চাহনি বোধহয় ছোট বোনের থেকেও সুন্দর ছিল। কেন না, নিমির চোখ কেবল বড় আর কালো না, টানা টানা।

কর্তার বিড়িটা অনেকক্ষণ নিভে গিয়েছে! সেটা উনি দুআঙুলের ফাঁকে ধরে আছেন। পরনে একখানি খেটে ময়লা ধুতি, আদুড় গায়ে পৈতাটি এলিয়ে রয়েছে। আর চক্রবর্তী গৃহিণী লাল পাড় খাটো শাড়ি জড়িয়ে আছেন। চোখে মোটা কাচের চশমা। তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নেই, মাটির দেওয়ালের দিকে যেন দিশেহারা হয়ে চেয়ে আছেন। চক্রবর্তী মশায়ের চোখের ভাব অনেকটা ভাবলেশহীন।

কদিন ধরেই অনবরতই প্রায় বৃষ্টি হয়েছে। আজ রোদটা খুবই চড়া। কথায় বলে ভাদ্রের রোদ আর আশ্বিনের ওষ, বড় খারাপ। উঠোনের ওপর, পিছনের বাঁশঝাড়ের খানিকটা ছায়া পড়েছে খিড়কির কাছ ঘেঁষে। রান্নাঘরের চালের ওপর দিয়ে, উঠোনের প্রায় মাঝখানে একটা তাল গাছের ছায়া এসে পড়েছে।

পিছনে, বাঁশঝাড়ের পাশেই পুকুর। দেখা যায় না, কিন্তু খুব কাছে বলে, জলে কাপড় কাচার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ে কিংবা, কাছাকাছি কোথাও একটা ঘুঘু, টান। সুরে ডেকেই চলেছে। ডাকটা এমনিই, শুনলেই মনে হয়, কেউ যেন ডেকে ডেকে কিছু জিজ্ঞেস করছে। আবার এর মধ্যেই, চালের উপর, কাক খড় নিয়ে টানাটানি করছে, তাও শোনা যায়।

এ সময়েই, যে-ঘরে কর্তা-গিন্নি ও মেয়ে বসে আছে, তার পাশের ঘর থেকে একটি শিশুর অর্ধস্ফুট কান্না একবার শোনা যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যায়।

সেই শব্দেই যেন কর্তার চোখের পলক পড়ে। নিভে যাওয়া বিড়িটাকে আঙুলের টোকা দিলেন ছাই ঝাড়াবার জন্যে। এর আগেও অনেকবারই দিয়েছেন, ওতে আর ছাই নেই। তিনি রিমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কথাটা সব্বাইয়ের আগে কে বললে?’

নিমি মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিল, ‘মিশ্রগিন্নি।’

BANGLADARSHAN.COM

‘সে বুড়িকে কে বললে?’

‘তা কিছু বলেনি।’

কর্তা এবার গিন্নির দিকে ফিরে বললেন, ‘তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?’

গিন্নিও মুখ না ফিরিয়েই বললেন, ‘মুখুজ্জে মাস্টারের বউয়ের কাছ থেকে।’

চক্রবর্তী তাঁর দাঁতহীন মাড়ি চাপলেন। আরো গভীর দুশ্চিন্তায় চোখ দুটো একবার বড় করলেন, আর একবার ছোট করলেন। কপালে রেখাগুলো, এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে রইল। যেন অনেকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলেন, তারপরে হঠাৎ নিঃশ্বাস ঝেড়ে বলে উঠলেন, ‘তাহলে গোটা গাঁয়েই জানাজানি হয়ে গেছে?’

সেকথার জবাব কেউ দিল না। চক্রবর্তী উঠে, রান্নাঘরের উনোনের কাছে গেলেন। জ্বলন্ত কাঠ তুলে কোনরকমে পোড়া বিড়িটা ধরিয়ে, ফিরে এলেন আবার। আসতে গিয়ে, পাশের ঘরের দিকে তাকালেন একবার। সেখান থেকেই শিশুর কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল। ঘরটার দরজা খোলা। বিছানা তক্তপোশ দেখা যায়। আর কিছু না। তিনি আবার ঘরে এসে ঢুকলেন, বিড়ি টানলেন কয়েকবার তারপরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘অমি শুনেছে কার কাছ থেকে?’

নিমি জবাব দিল, ‘ও বাড়ির রেণুর কাছ থেকে।’

রেণু, চক্রবর্তীমশায়ের ছোট ভাইয়ের মেয়ে। পাশাপাশি বাড়ি। চক্রবর্তী বললেন, 'হুম্ ঘরের শত্তুর বিভীষণ, ওরা তো আরো বেশী করে বলবে, গোটা গাঁয়ে রটাবে।'

গিন্নি বললেন, 'বাকী রেখেছে নাকি।'

চক্রবর্তী দেখলেন, বিড়ির ঘুনসিসুদ্ধ পুড়ে গিয়েছে, নিভেও গিয়েছে। সেটাকে দুই আঙুলে টিপতে টিপতে, তিনি আবার বললেন, 'না–মানে, আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, কথাটা দশ কান হল কি করে। ঘটনা যখন চুপিসাড়েই ঘটেছে, তখন জানাজানিটা হল কেমন করে।'

নিমি বলল, 'তুমি যেন একতরো এমন কথা বল! কথাটা কে ফাঁস করেছে, তা আবার কেউ বলে নাকি।'

কর্তা বললেন, 'তা'লে গোবরা হারামজাদা, নয় তো ওর মাগীটাই ফাঁস করেছে।'

গিন্নি মোটা কাচের ভিতর থেকে চোখ পাকিয়ে, প্রায় ফুঁসে উঠলেন, 'বাজে কথা কয়ো না। মিছিমিছি ওদের গালিগালাজ করা কেন। ওদের কি দায় কেঁদে গেছে, পাড়ার লোককে ডেকে বলবার।'

'কিন্তু ঘটনাটা তো ওদের বাড়িতেই ঘটেছে, না কী?'

'ঘটলেই বা। ওরা নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করবে, আবার নিজেরাই কখনো ফাঁস করবে?'

BANGLADARSHAN.COM

'তা করতে পারে। ভাবলে হয়তো, একবার কালী চক্কোত্তির পেছনে কাটি দেওয়া যাক।'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু।'

গিন্নি আবার ফুঁসে উঠলেন। বললেন, 'গোবরার বউ মন্দোদরিকে আমার ভালই জানা আছে। ও কখনো অমন কাজ করবে না।'

নিমি সায় দিয়ে বলল, 'আমারও তাই বিশ্বাস। ও যা মেয়ে, তাতে ওর মুখ থেকে কেউ কথা বের করতে পারবে না।'

চক্রবর্তী মুখখানি বিকৃত করে বললেন, 'হ্যাঁ, সে সব আমার জানা আছে। মাগী মদ গিলে যে কাণ্ড করে–।'

গিন্নি আবার মুখ থাবাড়ি দিলেন। বললেন, 'তা সে তার নিজের ঘরে। ভাতারের সঙ্গে বসে যা খুশি তাই করুক, কারুর ভিটের পাড়ায় গিয়ে, অন্যের সঙ্গে র‍্যাংলা করেনি তো।'

'হয়তো, সেই মুখেই কথা বেরিয়ে গেছে, কেউ শুনতে পেয়েছে।'

এবার গিন্নি নিমিকে সাক্ষী মানেন। বললেন, 'শুনছিস তো, তোর বাপের হাড় জ্বালানে কথা শুনেছিস? এখন ওই ছুঁড়িটার সব দোষ হল। তবু একবার বলবে না, এমন কেলেঙ্কারি হল কেন। কেন, এখন গিয়ে সেই পটেশ্বরীকে জিজ্ঞেস করতে পার না, সে অমন কাজ করলে কী করে?'

কর্তা বললেন, ‘পটেশ্বরী না রাক্কুসি। অত বড় মন্বন্তর গেল যুদ্ধের সময়, তখনো তো এ বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটেনি।’

নিমি বলল, ‘আহা, তখন কি তোমার এমন চার টাকা সের চাল হয়েছিল?’

‘তা না হোক, তবু সেবারে কলকাতায় হাজার হাজার লোক মরেছিল। আমাদের বর্ধমান জেলায় কিছু হয়নি বটে, কিন্তু এবার আর কটা লোকের মরার খবর শোনা যাচ্ছে। সেবারের মতন কিছুই না, তবু আমার বাড়িতে, কালী চক্কোত্তির বাড়িতে, এমন কেলেঙ্কারি! বংশে এত বড় কলঙ্ক?’

বলতে বলতেই কর্তা হঠাৎ রুদ্র হয়ে উঠলেন। দু পাক ঘুরে, প্রায় চিৎকার করে বললেন, ‘রাক্কুসিকে আজ কেটে দুখান করব আমি।’

বলে, দরজার দিকে এগোতেই, নিমি বাবার হাত চেপে ধরল। বলল, ‘এখন কিছু করতে যেও না।’

‘না, আমাকে ছেড়ে দে, একবার হা মুখ আমি চিরে দেখি, কত বড় সেটা।’

নিমি আরো জোরে চেপে ধরে বলল, ‘না, এখন তুমি কিছুই বলবে না বেন্দা আসুক, তারপরে যা বলার বলো। যার জিনিস সে-ই তার ব্যবস্থা করবে।’

BANGLADARSHAN.COM

চক্রবর্তী থেমে যান। কথাটা ভাববার মত মনে হল তাঁর। হ্যাঁ, বৃন্দাবন আসুক, তারপরেই কথাটা তোলা যাবে। ইতিমধ্যে বাড়ির পিছন থেকে, ছাগলের ডাক শুনে, নিমি চেঁচিয়ে বলে ওঠে, ‘যাই সোনা, যাচ্ছি।’

নিমি উঠতে উঠতে আবার বাবাকে বলে, ‘মাথা গরম করো না। সত্যি মিথ্যে বলেও একটা কথা আছে তো। আগে আসল লোকের কাছ থেকে সব শোনা যাক, তারপরে যা করবার করা যাবে। মা কী বল?’

গিন্নি বলে, ‘তা অবিশ্যি ঠিক। তবে, যা রটে, তা বটে। একটা কিছু কেলেঙ্কারি নিশ্চয়ই কারুর চোখে পড়েছে বা প্রমাণ পেয়েছে।’ তা না হলে কি আর সাহস করে বলতে পারে।

গিন্নি নিমির দিকে তাকালেন। নিমিও মায়ের দিকে তাকাল। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখে চেয়ে রইল। তারপরে নিমি ভুরু কুঁচকে, অনেকটা যেন আপন মনেই বলল, ‘কিন্তু, আমি বলি, যদি ঘটেই থাকে কিছু, জানাজানি হল কেমন করে?’

বলতে বলতে সে বেরিয়ে যায়। বাপের সংসারে তার নিজের আয় বলতে ছাগল। গোটাকয়েক ছাগল আছে, বাচ্চা বিক্রি করে কিছু হয়। শহরের মাংসওয়ালাদের লোকেরা এসে চড়া দামেই কিনে নিয়ে যায়। গোবরা দুলে পাঁঠাকে খাসী করতে জানে, করেও দেয়। খাসীর দামই বেশী।

তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেখে, অমিও পিছু পিছু যায়। খিড়কি দিয়ে, দুজনেই বাড়ির বাইরে যায়। পুকুরঘাটে তখন আর কেউ নেই। ঘাটে এক ফোঁটা ছায়া নেই, ভাদ্রের মাংস গলানো রোদ সেখানে। পুকুরের

ওপারে বাঁশঝাড়ে ঘুঘুটা তেমনি ডেকেই চলেছে। বাঁশঝাড়ের ওপারে দুটো পুরনো ভাঙা মন্দির। তার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে গ্রামের বাইরে। চারদিকে ভাদ্রের রোদ ঠা-ঠা করছে।

পুকুরের এক পাশে, গ্রামের অন্য দিকে যাবার রাস্তা। দুটো অশ্বত্থ গাছ রাস্তার ধারে। সেই ছায়াতেই নিমির ছাগল বাঁধা রয়েছে। কিন্তু একটি ছাগলের গায়ে এখন আর ছায়া নেই। সে একেবারে রোদে। তাই ডাকাডাকি করছিল।

ঘোর দুপুরে রাস্তাটাও ফাঁকা। নিমি গাছতলায় গিয়ে ছাগলটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাঁধে। কাছে পিঠে যেখানে ঘাস আছে, সেরকম জায়গাতেই বাঁধে। তারপরে অমি এসে–ভয় ভয় গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কী বলছিল দিদি, মারবে?'

নিমি বলল, 'তা ওরকম ক্ষেপে গেলে, গায়ে হাত তোলা আর আশ্চর্যের কী?'

'কিন্তু দ্যাখ্ দিদি, আমি বুঝতে পারি না, সত্যি বলছি বৌদির খুব খারাপ কাজ হয়েছে কি এটা?'

নিমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, 'বলিস কি অমি, ছি ছি ছি! ওই জন্যে তোকে আমি বেরুতে বারণ করি। তুই কোন্ কী একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে, থাকবি।'

'কেন, আমি আবার কী কাণ্ড করব?'

BANGLADARSHAN.COM

'করবি একটা কেলেঙ্কারি কিছু! তোর যখন এটা খারাপ মনে হচ্ছে না, তুই কোন্ হয়তো মুসলমান বিয়ে করে বসবি।'

'তোর মুখে আগুন। তুই একটা মুখপোড়া দিদি।'

নিমি হেসে ফেলে। বলে, 'অমি শোন্। হ্যাঁরে, ডিঙ্‌লে সেদ্ধ যে চাপালি, মাখবি কী দিয়ে? তেল আছে একটুও?'

'দু পলা মতন আছে।'

'আর চাল?'

'দেড় কৌটো।'

'ছ'জনের জন্যে?'

'তাইতো কথা হল, ডিঙ্‌লে খাওয়া হবে ভাতের টাকনা দিয়ে।' বলতে বলতে অমির শুকনো ঠোঁট দুটো কী রকম কেঁপে যায়। ডাগর চোখ দুটো টলটলিয়ে ওঠে।

নিমির মুখখানিও অন্ধকার হয়ে ওঠে, চোখ ছলছলিয়ে যায়। বোনের পিঠে একটা হাত রেখে বলল, 'কাঁদিস না। এ বছরটাই এত বেশী কষ্ট।'

অমি বলল, 'বাবা তো এক বিঘে জমি এ সময় বিক্রী করে দিতে পারে। দেড় দু হাজার টাকা তো পাওয়া যাবে।'

'ওকি বলছিস্ অমি! মাত্তর তো সাত বিঘে জমি আমাদের। তাতেই কয়েক মাসের চালটা হয়। তার ওপরে তোর বিয়ে আছে, তখন কোন্ না বিঘে দুয়েক বিক্রি করতে হবে।'

'ছাই, অমন বিয়ে আমার দরকার নেই।'

বলতে বলতে বাড়ি ফিরে যায়। নিমি সেদিকে চেয়ে মনে মনে বলে, 'ছাই নয়রে অমি। ঘরে দুটো খাবার আছে, এমন লোকের সঙ্গে যদি বিয়েটা হয়, তা হলে সেটা বিয়ের থেকে বড় হবে।'...

একথা নিমি মনে মনে বলে। তবু অশ্বত্থের তলায়, একলা দাঁড়িয়ে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। টলটলানো জলে, ভাদ্রের রোদে-পোড়া চরাচর কাঁপাতে থাকে।

কিন্তু এসব কোন ঘটনা নয়। বাড়ির থম্‌থমানি একটুও কাটল না। বাবা মা দু মেয়ে ডিঙ্‌লে সেদ্ধ নিয়ে যখন বসল, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। পাশের ঘরে আরো একজন আছে, যার পাপে বাড়িতে আজ কুগ্রহ লেগেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে অমি একবার ডেকেছিল, 'বউদি, খেতে এস।'

BANGLADARSHAN.COM

ঘরের ভিতর থেকে জবাব এসেছে, 'তোমরা খেয়ে নাও, আমি খাব না।'

তৎক্ষণাৎ চক্রবর্তী চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করছে না, কালামুখী।'

নিমি তখন আবার বলেছে, 'থাক বাবা, এখন কিছু বলো না, বেন্দা আসুক, তারপরে।'

তখন আর একবার শিশুর কান্না শোনা গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার চুপ হয়ে গিয়েছিল।

সকলেই ডিঙ্‌লে সেদ্ধ খেয়েছিল ভাতের বদলে। তাতে ক্ষুধা হয়তো মিটেছে, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা কুরে কুরে খেয়েছে। একটা প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং দুঃখ সকলের বুকের মধ্যে রুষে রুষে উঠেছে। সবাই একমুঠো করে ভাত খেয়েছে, ঠিক এক মুঠো বলতে যা বোঝায়। তার পরিণামে, সকলেরই বিতৃষ্ণা ঘৃণা, একজনের ওপরেই গিয়ে পড়েছিল। একমাত্র অমি ছাড়া।

হয়তো, অমির এখনো যৌবন আছে। যে যৌবনকে পবিত্র বলা হয়েছে। বিশ্বসংসারে যৌবনের মত শুদ্ধ কী আছে। যৌবন যেমন ঘৃণার আগুনে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে, তেমনি সর্বংসহা পৃথিবীর মত সবকিছু ক্ষমাও করতে পারে।

যে মানুষটিকে ঘিরে, যে মানুষটির আচরণকে কেন্দ্র করে গোটা বাড়ি থম্‌থম্‌ করছে, ফুলছে, ফুঁসছে তার ওপরে সে কিছুতেই রাগ করতে পারছে না।

প্রায় বিকাল ঘেঁষে, বৃন্দাবন বাড়ি ফিরল। বলা চলে, একটি কঙ্কাল জামাকাপড় পরে বাড়ি ফিরল। সে জামাকাপড়ের দশাও সেই রকম। নানা জায়গায় তালি, ময়লা। এসেই ডাক দিল, 'মা!'

কোন সাড়া পেল না সে। অথচ দেখল, প্রত্যেকটি ঘরেরই দরজা খোলা। হাতে তার একটি ছোট ঝোলা। বড় নয়। খুব ছোট একটি ঝোলা, কিন্তু সেটিকে সে বুকে ধরে আছে।

কোন ঘর থেকেই কেউ এল না দেখে, সে আবার ডাকল, 'দিদি, দিদি কোথায় গেলিরে।'

তখনো কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বৃন্দাবন রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, অমি সেখানে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কীরে অমি, কেউ বাড়ি নেই? ছাত্রের বাড়ি থেকে আজ দু'কিলো চাল নিয়ে এলাম মাইরি। আর বাড়িতে কারুর কোন পাত্তা নেই?'

অমি একবার ঝোলাটার দিকে তাকাল। তারপরে বাবার ঘরের দিকে। দেখে, বৃন্দাবনের সন্দেহ হল। কোথায় একটা কী গোলমাল ঘটেছে। সে উঠোনের আর একপাশে গিয়ে, উঁকি মেরে দেখল, বাবার ঘরে কে আছে। দেখল, সেখানে বাবা, মা, দিদি, সবাই রয়েছে। সে সেই ঘরের দিকে গেল। দাওয়ার ওপর উঠে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী গো, তোমরা সব এমনি করে বসে আছ কেন? কোন বিপদ আপদ হয়েছে নাকি?'

BANGLADARSHAN.COM

কেউ কোন জবাব দিল না। কেবল কালীনাথ চক্রবর্তী বললেন, 'তুমি গায়ক মানুষ, যাত্রার দলের অ্যাক্টর। তা ছাত্রদের সব শেখানো হল?'

বৃন্দাবনের ভুরু কুঁচকে উঠলো। বললো, 'দ্যাখ বাবা, বাজে কথাটি কয়ো না। তোমার তো সে মুরোদও নেই। তোমার বাপ কী রেখে গেছল, তার ওপর আজও চালিয়ে যাচ্ছ। আমাকে তো তবু কিছু ছেলে মানে। পেটে সলা ইঁদুরে ডন মারছে, তবু যাহোক, তাদের সঙ্গে থেকে, কিছু একটা শিখিয়ে পড়িয়ে কিছু চাল যোগাড় করে এনেছি। এখন মেলা ক্যাঁচ ক্যাঁচ না করে বল দিকিনি কী ঘটেছে?'

তবুও কেউ কিছু বলতে চায় না। মা কাঁদতে লাগলো। নিমিরও প্রায় সেই দশা। বৃন্দাবন তখন একটু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে উঠলো। সে প্রায় ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'বাবা বলছ না কেন, কী ঘটেছে? আর এখন দগ্ধে মেরো না। শিবানী আর ওর ছেলেটা ভালো আছে তো?'

তখন চক্রবর্তী বললেন, 'তোমার শিবানীকে ডেকেই তা জিজ্ঞেস কর না।'

বৃন্দাবন আরো ভাবিত হয়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হয়েছে?'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, চক্রবর্তীই শেষ পর্যন্ত নিজের মুখে বললেন, সমস্ত কথা। জানালেন, তাঁর পুত্রবধূ বৃন্দাবনের স্ত্রী, গোবরা দুলের বাড়িতে পরশু দিন ভাত খেয়েছে। দুলে বাড়ির ভাত, বামুনের বউয়ের পেটে! ছি ছি ছি, তার আগে, অমন ব্যাটার বউ কেন, শ্বশুর শাশুড়ি ননদ স্বামী পুত্রের মুখে বিষ ভুলে দিয়ে যায়নি। গাঁয়ে যে আর টেকা যাবে না।

বৃন্দাবন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, ডাক দিল, 'অমি তোর বউদিকে এ ঘরে ডাক তো একবার!'

নিমি বলে উঠলো, 'কেন বাপু ঝামেলা বাড়ানো। ঘরে গিয়েই কথা বল না।'

তার আগেই অমি গিয়ে ডাকলো। বৃন্দাবনের স্ত্রী শিবানী এসে দাঁড়ালো। মাথায় খানিকটা ঘোমটা। তবু মুখখানি পরিষ্কার দেখা যায়। সকালবেলা পুকুরে চান করে, সিঁদুরের টিপ পরেছিল। সেটা এখন অনেকখানি গলে গিয়েছে, তবু টের পাওয়া যায়। একটা ঢলঢলে সেমিজের ওপর জ্যালজেলে একটা লালপাড় শাড়ি। উপবাসে শুকনো মুখ, বড় চোখ দুটি আরো বড় দেখাচ্ছে। শরীর ভাঙনের মুখে, তবু মনে হয়, একটি মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ বউ এসে দাঁড়ালো।

বৃন্দাবন জিজ্ঞেস করলো, 'হ্যাঁরে বউ, তুই গোবরা দুলের বাড়ি ভাত খেয়েছিস পরশু?'

বউ একটু চুপ করে থেকে বললো, 'খেয়েছি।'

BANGLADARSHAN.COM

'কেন?'

'মন্দোদরী খেতে বললো, বড্ড খিদে পেয়েছিল। ছেলেটার গলা শুকনো, বুকে একটু দুধ আসছিল না।'

সরল, সহজ জবাব। তবু বৃন্দাবন বললো, 'তা বলে তুই দুলে বাড়ির ভাত খাবি? গাঁয়ে টিকব কেমন করে।'

শিবানী মাথা নিচু করেছিল। তেমনি ভাবেই বললো, 'মন্দোদরী বললে কি না, তোমার লজ্জা কী বউদি, তোমার শাশুড়ী, বড় ননদ সবাই আমার ঘরে লুকিয়ে ভাত খেয়ে যায়। তুমি না হয় ছেলেটার জন্যে দুটো খাবে। মিন্‌সে যোগাড় করতে পারে, তাই বলছি, নইলে–।'

শিবানী কথা শেষ করতে পারে না, চোখে জল এসে পড়ে, কথা বন্ধ হয়ে যায়।

নিমি একবার চিৎকার দিয়ে ওঠে, 'মা!'

কিন্তু মায়ের কাছ থেকে কোন জবাব আসে না। তিনি মাটিতেই পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা থরথর করে কাঁপছিল, ফুলছিল। নিমিও হঠাৎ সরে গিয়ে, মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে। ওরও শরীরটা ফুলতে থাকে কাঁপতে থাকে।

চক্রবর্তী অবাক চোখে স্ত্রী আর কন্যার দিকে তাকিয়ে থাকেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় অমি চুপ করে বসে আছে, মাথা নিচু। ওর চোখেও জল।

শিবানী সেই যে মাথা নিচু করেছে, আর তোলেনি।

বৃন্দাবন বউয়ের কাঁধে হাত রেখে বললো, ‘চল্ ঘরে যাই। চাল এনেছি, রান্না কর আজকের রাতটার মত হোক, আবার দেখা যাবে।’

বউ তবু দাঁড়িয়ে থাকে। তখন বউয়ের শরীরটাও ফুলে ফুলে উঠছে।

বৃন্দাবন বলল, ‘অমন করিস না মায়ের ভাগী আমার বাবা, তোর ভাগী আমি। দুলেদের আমি চিনি। ওদের ভাত আমাদের থেকে খারাপ না। ওদের একটাই দোষ, ওরা দুলে। চল্।’

বউকে সে হাত ধরে ঘরের দিকে নিয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥